*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p45-51. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

উপেন্দ্রকিশোরের টুনটুনির বই : রূপকের অন্তরালে জীবনের প্রতিচ্ছবি

ড. কৃষ্ণা ঝুল্কী
সহকারী অধ্যাপিকা, কাঁচরাপাড়া কলেজ
ইমেইল আইডি-krishnajhulki03@gmail.com
দুরাভাষ-৯৫৬৪০৫৬৬৬২

Abstract: 'টুনটুনির বই' গ্রন্থটিতে উপকথার অন্তরালে সমাজ জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। ছোটশিশু অপার বিস্ময়ে বাঘ, বোকা কুমির, চালাক টুনটুনি, বিড়াল, শিয়াল পন্ডিতের, গল্প শোনে। গল্পের চরিত্রগুলি শিশুদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। বনের প্রতাপশালী বাঘ সহজেই জব্দ হয় চতুর শিয়ালের কাছে আবার টুনটুনি রাজ্যের রাজাকে নাকাল করে ছাড়ে। পান্তা চোরকে শাস্তি দিতে বুড়ি চলে রাজার কাছে, শেষে রাস্তা থেকে পাওয়া গোবর, শিঙি মাছ, ক্ষুর প্রভৃতির দ্বারা নিজেই চোরকে জব্দ করে,আর চোর ধরা পড়ে। এই সকল গল্প শুনে শিশুরা আনন্দ পেলেও গল্পগুলির মধ্যে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজ সংসারে কুমিরের মত বোকা সহজ সরল মানুষ যেমন লক্ষণীয়,তেমনি শিয়ালের মতো ধুর্ত মানুষও ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে অন্যজনকে ঠকিয়ে বেড়ায়। সমাজের অতি তুচ্ছ নগণ্য অবহেলিত মানুষ সাহস আর বুদ্ধির জোরে অনেক সময় আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করতে পারে। 'টুনটুনির বই' গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধরনের পশু -পাখি বিষয়বস্তুতে এসেছে। তাদের সাহস,বুদ্ধি আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মেনেছে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী জীব।ছোট শিশু এই সকল কাহিনির মধ্য দিয়ে নিজেকে ছোট থেকেই অনেক সাহসী ও শক্তিশালী রূপে কল্পনা করতে শেখে আর ভবিষ্যৎ জীবনে এই নীতিমূলক কাহিনী গুলি, তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

Key words: শিশুকিশোর, রূপক, বুদ্ধিমান, ধূর্ত, বোকা, জীবন

রবীন্দ্র সমসাময়িক উপেন্দ্রকিশোর বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের এক কর্ণধার।রবীন্দ্র বলয়ে জন্মগ্রহণ করেও সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য রচনা করে শিশু-কিশোরদের মন জয় করেছিলেন তিনি। শিশু কিশোরদের মনোজগতের উপযোগী বিচিত্র রচনাসম্ভার তাঁকে শিশু সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টার আসন দান করেছে। "সখা ,"মুকুল" প্রকৃতি পত্রিকায় তার লেখা উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল- 'কেনারাম বেচারাম 'নামে নাটিকা' ও 'ছেলেদের রামায়ণ'। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কবিতা ,গল্প ,মহাভারতের কথা প্রভৃতি রচনা করেছেন তিনি। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ কাহিনি পাশাপাশি রচনা করেছেন উপেন্দ্রকিশোর। পুরী এবং দার্জিলিং ভ্রমণের কাহিনি 'মুকুল 'পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।এছাড়া তাঁর এক অনন্য কীর্তি

১৩২০ সালের বৈশাখে 'সন্দেশ 'পত্রিকার সম্পাদনা। তবে তাঁর অকাল প্রয়াণে এই পত্রিকাটি মাত্র দুই বছর সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। 'টুনটুনির বই' 'সেকালের কথা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিশু কিশোরদের জন্য রচিত' টুনটুনির বই 'আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। ছোটদের সঙ্গে বড়রাও এই গ্রন্থের মুগ্ধ পাঠক । গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন-

'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াযই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের স্নেহরূপী নি মহিলাগন এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। এই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।'

ধূর্ত শিয়াল, বনের বাঘ মামা ,বোকা কুমির, বুদ্ধিমান টুনটুনি প্রভৃতি পশুপাখি এই গ্রন্থের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে। এই গল্পগুলি মজার ছলে লেখা হলেও নীতি শিক্ষামূলক গল্পগুলির মধ্যে মানব জীবনের প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায়। মা- ঠাকুরমার মুখে শিশু ছোট থেকেই এই ধরনের গল্প শুনতে থাকে। এছাড়া রূপকথার প্রতি থাকে তাদের দুর্বার আকর্ষণ। রাজা-রানী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ ,রাক্ষস , ব্যাঙ্গমা- ব্যাঙ্গমি নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে শিশু।রূপকথার মত পশুপাখিদের নিয়ে রচিত উপকথাও আকৃষ্ট করে শিশু মনকে। রূপকের ছলে লেখা গল্পগুলি শৈশবে আনন্দ দিলেও এর মর্মার্থে মানব জীবনের কথাই স্থান পেয়েছে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, ধূর্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপ, বোকামির ফল, প্রভৃতি নীতিধর্মী কাহিনীর প্রতি শিশুর মনো জগৎ কৌতুহলী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই কাহিনির মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়। শিশুর মনোজগৎ অলীক কল্পনায় পূর্ণ। শিয়াল ,টুনটুনি এইসব প্রাণী ক্ষুদ্র হলেও এদের বুদ্ধি আর সাহসের কাছে হার মেনে যায় বনের বাঘ,এমনকি রাজ্যের রাজাও। তাই এই সমস্ত কাহিনিতে মজার ছলে কোথাও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে আবার কোথাও কোথাও অতি শক্তিশালীও পরাজিত হয়েছে ক্ষুদ্র শক্তির নিকট।

'টুনটুনির বই গ্রন্থটিতে মোট ২৭ টি গল্প স্থান পেয়েছে।এগুলির মধ্যে টুনটুনিকে নিয়ে লেখা রয়েছে তিনটি গল্প-'টুনটুনি আর রাজার কথা', 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা', 'টুনটুনি আর নাপিতের কথা'। টুনটুনি আকৃতিতে খুবই ছোট পাখি কিন্তু তার বুদ্ধি বা সাহসের নিকট পরাস্ত হয় অনেক বেশি শক্তিশালী ,এমন কি দেশের সর্বোচ্চ রাজা থেকে চতুর নাপিত পর্যন্ত। রাজার বাগানের কোণে বাসা বেঁধে থাকা টুনটুনি রাজার একটি টাকা পেয়ে কিভাবে রাজাকে নাস্তানাবুদ করেছিল তারই এক মজাদার কাহিনী প্রথম গল্পটির বিষয়বস্তু।একটি টাকাকে কেন্দ্র করে রাজা ও রানীদের নাক কাটা গেল আর টুনটুনিকেও কেউ ধরতে পারল না। আসলে এই গল্পে চমক এসেছে টুনটুনির কথায়।দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিত্তবান রাজার সমকক্ষ থাকা রাজার কাছে কাম্য নয়। টুনটুনি রাজার একটি টাকা পেয়ে রাজাকে বলে-

'রাজার ঘরে যে ধন আছে

টুনির ঘরেও সে ধন আছে' [১]

এই একটি মাত্র টাকা যদি টুনটুনি পেয়েই থাকে তাতে রাজার দরিদ্র হয়ে যাওয়া বা কোন সমস্যা থাকার কথা নয় কিন্তু রাজা এটা সহ্য করতে পারলেন না। এই কথা বলার অপরাধে টুনটুনিকে রাজা শাস্তি দেবার জন্য ব্যবস্থা নিতে লাগলেন আর শেষ পর্যন্ত নিজেই জব্দ হয়ে গেলেন।শিশুর কাছে এই ঘটনা খুবই আকর্ষণীয় ও মজাদার ।'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা' গল্পে টুনটুনির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। গৃহস্থের বাড়ির বেগুন গাছে ছোট্ট তিনটি ছানা নিয়ে বাস টুনটুনির।গৃহস্থের দুষ্টু বিড়াল ছানা খাবার মতলবে সেখানে এলে টুনটুনি কৌশলে বেগুন গাছে মাথা ঠেকিয়ে তাকে বলে-

"প্রণাম হই মহারানী" [২]

এই স্তুতি বাক্য শুনে বেড়াল খুশি হয়ে চলে যায়। এরপর টুনটুনির ছানাগুলো বড় হয়ে উড়ে গিয়ে তাল গাছে বসতে শেখে, তখন বিড়ালকে টুনটুনি "লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালিনী' বলে গালি দিয়ে লাথি দেখিয়ে পালায়। বিড়ালের উদ্দেশ্য সফল হয় না, সে কেবলই বেগুন গাছের কাঁটা খেয়ে নাকাল হয়ে ফিরে যায়। 'টুনটুনি আর নাপিতের কথা 'গল্পে বেগুন কাঁটার খোঁচা লেগে টুনটুনির যে ফোঁড়া হয়েছিল আর কিভাবে নাপিত তা কেটেছিল, তারই এক কৌতূহলোদ্দীপক আকর্ষণীয় কাহিনী গল্পটির বিষয়বস্তু। ফোঁড়া কাটতে নাপিত অস্বীকার করায় টুনটুনি বিচার চেয়ে রাজার কাছে যায়। নাপিতের বিরুদ্ধে নালিশ শুনে রাজা মশাই হেসে বিছানায় গড়াগড়ি দেন, এরপর টুনটুনি বুদ্ধি করে একে একে ইঁদুর,বিড়াল, লাঠি ,আগুন, সাগর হাতি, রাজা ও নাপিতকে কিভাবে শাস্তি দেবার পরিকল্পনা করেছিল তা শিশুদের নিকট অত্যন্ত আনন্দদায়ক। সাগরের জল খেয়ে তাকে জব্দ করার জন্য টুনটুনি হাতিকে বললে হাতি তা অস্বীকার করে। তখন টুনটুনি মশাদের দিয়ে হাতিকে জব্দ করার ব্যবস্থা করল। রাজ্যের সব মশা একজোট হয়ে হাতিকে কামড়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলে হাতি শেষপর্যন্ত টুনটুনির কোথায় রাজি হল-

'হাতি বলে সাগর শুষি!সাগর বলে আগুন নেবাই!
আগুন বলে লাঠি পোড়াই !লাঠি বলে বিড়াল ঠেঙাই!
বিড়াল বলে ইদুর মারি! ইঁদুর বলে রাজার ভুড়ি কাটি!
রাজা বলে নাপতে বেটার মাথা কাটি! [৩]

হাতি প্রাণীদের মধ্যে খুব বড়, তার চেহারার প্রতি শিশুমনে এক বিস্ময় কাজ করে আবার সেই হাতি সাগরের মত বিরাট জায়গার জল শুষে খেতে পারে -এই ঘটনাও শিশুর নিকট আরো কৌতুহলের। ইঁদুর রাজার ভুঁড়ি কেটে দেবে বিষয়টিও শিশু মনোজগতে আলোড়ন তোলে। শেষ পর্যন্ত রাজা টুনটুনিকে গুরুত্ব দিয়ে নাপিতের মাথা কাটার হুকুম দেন।ঘটনা গুলি পরপর সাজালে শিশুমনের কৌতুহল ও বিস্ময় জেগে ওঠে।শিশুমনে আনন্দদান ই শিশুসাহিত্যের মুখ্য কাজ কিন্তু এই সকল ঘটনার অন্তরালে সমাজের প্রতিচ্ছবি লুকিয়ে থাকে।পশু -পাখির রূপকে রয়েছে বাস্তব চিত্র, তা বুঝতে অসুবিধা

হয় না। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত বা ক্ষুদ্র মানুষও যে সময় বিশেষে বুদ্ধির জোরে নিজের অধিকারকে বুঝে নিতে পারে বা কৌশলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে-ছোট টুনটুনি তারই প্রতীক। অপরকে তুচ্ছ করে ভাবার জন্য যে শাস্তি মেলে তা হাতি,রাজা ও নাপিতের অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়। টুনটুনির গল্প শিশুদের মনে সাহস আর আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলে।

টুনটুনি ছাড়াও চড়াই, কাক পিঁপড়ে প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীরাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। চড়াই এর মত অতি ক্ষুদ্র প্রাণীও বাঘের মত প্রতাপশালী প্রাণীকে বুদ্ধির জোরে জব্দ করেছে। আবার বুদ্ধিমান শিয়াল আর অত্যন্ত শক্তিশালী বাঘ এক ছাগল ছানার বুদ্ধির কাছে কিভাবে পরাজিত হয়েছিল তারই কাহিনি রয়েছে ' নরহরি দাস' গল্পে। ছোট ছাগলছানা, গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে অপার বিষয়ে সবকিছু দেখে আর প্রচুর পরিমাণে ঘাস খেয়ে বাড়ি ফিরতে না পেরে একটি শিয়ালের গর্তে রাত কাটানোর জন্য প্রস্তুত হয়। এদিকে শিয়াল, বাঘ মামার বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ঘরে ফিরে বুঝতে পারে তার বাসা দখল হয়ে গেছে। শিয়ালের কথার উত্তরে ছাগলটি তার পরিচয় প্রকাশ করে-

‘লম্বা লম্বা দাড়ি ঘন ঘন নাড়ি
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস, পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস।' [৪]

এরপর শিয়াল পালিয়ে গিয়ে বাঘ মামাকে সঙ্গে নিয়ে সেই বাসায় আসে। এবার ঘটল আরো অদ্ভুত ঘটনা। দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে উদ্দেশ্য করে ছাগলছানা বলে যে দশটি বাঘ আনার কড়ি দেওয়া সত্ত্বেও একটিমাত্র বাঘ সে কেন নিয়ে এলো।এই কথাগুলো শুনে বাঘ মামার বুক কেঁপে ওঠে, সে পালিয়ে যায় ভয়ে। ছাগল ছানার কথায় বাঘ ভাবে-

‘নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে নরহরি দাসকে খেতে দেবার জন্য এনেছে।' [৫]

চিরদিন সমাজ সংসারে অতি তুচ্ছ মানুষের জীবন থাকে অবহেলিত। অত্যাচারে নিপীড়িত দুর্বল তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সহজেই যে সবলকে প্রতিহত করতে পারে তার পরিচয় মেলে গল্পটিতে। শিশুমন শিয়াল আর বাঘের পালানোর ঘটনা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে।

ধূর্ত শিয়াল আর বোকা কুমিরকে নিয়ে নীতিশিক্ষামূলক গল্পগুলিতে বর্ণিত কাহিনীর অন্তরালে সমাজের সহজ সরল মানুষ কিভাবে ধূর্ত বা ঠকবাজদের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয় তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই রূপকগল্পগুলির সাধারণ অর্থ শিশুকে আনন্দ দিলেও এর মর্মার্থে গভীর ব্যঞ্জনা নিহিত রয়েছে। শিয়ালের সঙ্গে ভাগ চাষ করতে গিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে কুমির ঠকে গেছে। আর লাভবান হয়েছে শিয়াল। মাটির নিচে থাকা আলু পেয়েছে শিয়াল আর কুমির নিয়েছে গাছের অংশ। ধান চাষের সময় কুমির নিয়েছে গাছের গোড়া আর চতুর শিয়াল নিয়েছে গাছের উপরের অংশ।আবার আখ চাষের ক্ষেত্রে কুমির পেয়েছে,আখ গাছের ডগা। এইভাবে প্রত্যেকবার চাষ করতে গিয়ে কুমির ঠকেছে আর শেষে রাগ করে শিয়ালকে সে বলেছে-

" না ভাই তোমার সঙ্গে আমি চাষ করতে যাব না তুমি বড় ঠকাও " [৬]

আসলে শিয়াল ধূর্ত হাওয়ায় প্রতিক্ষেত্রেই সে কুমিরের বোকামির সুযোগ নিয়েছে। সমাজ সংসারে এইভাবে প্রতিনিয়ত ধূর্ত মানুষের চালাকির কাছে সরল মানুষ পরাজিত হয়েছে।

বোকা কুমির আবার শিয়ালের বুদ্ধির কাছে হার মেনে ছিল 'শিয়াল পন্ডিত' গল্পে। শিয়াল পন্ডিতের কাছে কুমির তার সাত বাচ্চাকে লেখাপড়া শিখতে পাঠায়। সুযোগ বুঝে শেয়াল এক এক করে কুমিরের সব বাচ্চাদের খেয়ে পালায়। এর জন্য কুমির কোনভাবেই শিয়ালকে শাস্তি দিতে পারেনা ,বারবার শিয়াল তাকে ঠকিয়ে পালায়-

'এমনি করে বারবার শিয়ালের কাছে ঠকে গিয়ে কুমিরের ভারী লজ্জা হল' [৭]

সুযোগ সন্ধানীকে সুযোগ দিলেই সে নিজের লাভের জন্য অন্যের ক্ষতি করে।সমাজে চোখ কান খুলে না রাখলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এই নীতিশিক্ষা রূপকের আড়ালে লেখক দিয়েছেন।

তবে শিয়াল যে সব সময় অন্য প্রাণীকে ঠকিয়েছে তা নয় ,সে তার বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধনও করেছে। শিয়ালের উপস্থিত বুদ্ধি শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে সাহায্য করেছে। সমাজের বুকে এই ধরনের মানুষকে আমরা প্রত্যক্ষ করি যাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে।শিয়াল ঘটক সেজে বুদ্ধি করে কিভাবে বোকা জোলাকে রাজার জামাই করেছিল তার মজাদার কাহিনী 'বোকা-জোলা আর শিয়ালের কথা' গল্পে মেলে। এই শিয়াল হলো আমাদের সমাজের ধূর্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। শিয়াল আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভালো কাজে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছে।দুষ্টু বাঘকে সে কিভাবে উচিত শিক্ষা দিয়েছিল, তা' দুষ্টু বাঘ' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন। রাজার বাড়ির সিংহ দরজার পাশে লোহার খাঁচায় বন্দি বাঘকে দয়া পরবশ হয়ে রাজার নিমন্ত্রিত এক ব্রাহ্মণ মুক্ত করে দেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত।পরিবর্তে বাঘটি তাকে খেতে চাইলে ব্রাহ্মণ এই সমস্যার কিছুতেই সমাধান করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত শিয়াল তার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বাঘকে পুনরায় খাঁচায় বন্দি করতে সমর্থ হয়। আমাদের দেখা অনেক ধূর্ত মানুষও অনেক সময় মানুষের উপকারে আসে।

পাখিদের মধ্যে চতুর কাকও নিজে জব্দ হয়েছিল, এক সরল ব্রাহ্মণ পরিবারের ক্ষতি করার জন্য। অন্যের ক্ষতি করে কখনো ভালো থাকা যায় না, এই নীতি শিক্ষা রূপক ছলে লেখক' বাঘবর"গল্পে দেখিয়েছেন। শিশুমনের উপযোগী হলেও গল্পটির মর্মার্থে 'ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়'- এই প্রবাদটি উপযুক্তভাবে উঠে এসেছে। ব্রাহ্মণদের বাড়ি থেকে সুস্বাদু পায়েশ খেতে না পেরে বনের দুর্দণ্ডপ্রতাপ বাঘের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ দেবার পরিকল্পনা করে কাক ।এরপর গ্রামের মানুষের হাতে বাঘ এবং কাকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। চতুর মানুষ যেমন স্বার্থে আঘাত লাগলে অন্যের ক্ষতি করতে পিছপা হয় না, সেইসঙ্গে তার কর্মের পরিণতিও যে সব সময় ভালো হয় না, এই গল্পটির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। দুর্বল যখন অত্যাচারিত হয় তখন তখন মনের জোর, সাহস আর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিজেকে সে বাঁচাতে

পারে। এই ধরনের একটি গল্প হল'বাঘের রাধুনী' ।এক বাঘের স্ত্রী মারা যাওয়ায় সন্তানদের দেখাশোনা আর রান্না করে খাওয়ানোর জন্য একটি মানুষের মেয়েকে বিয়ে করে সে জঙ্গলে নিয়ে আসে। বাঘের অনুপস্থিতিতে ছোট বাঘ দুটি সেই মেয়েটিকে ঘাড় মটকে খেয়ে নেবার ভয় দেখায়। পরে সাহস করে মেয়েটির দাদা সেই শিশু দুদিকে মেরে বোনকে উদ্ধার করে ।এইভাবে সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধিতে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বলও নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। রূপকের আড়ালে সমাজের এই চিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আবার প্রতাপশালী বাঘও অনেক সময় চতুর শিয়ালের নিকট পরাজিত হয়। শিয়াল রাজার বাড়ি ছাগল খেতে গিয়ে রাখালদের হাতে ধরা পড়ে। রাখালরা তাকে বেঁধে রাখে ।হঠাৎ সেখান থেকে যাবার সময় বাঘ আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ধূর্ত শিয়াল বাঘকে ভুল বুঝিয়ে ফাঁদে ফেলে এবং মিথ্যে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার পরিবর্তে বাঘকে দড়িতে বেঁধে রাখে রেখে পালায়। সেখান থেকে পালালেও শিয়ালের হাত থেকে বাঘ রেহাই পায় না। শিয়ালের ষড়যন্ত্রে বাঘটি মারা যায়। এই সকল গল্প আমাদের চেনা জগতের শিশুর কাছে দুষ্টু বাঘ জব্দ হওয়া মজার হলেও সমাজে অনেক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা আরো বেশি ভয়ানক হয়ে থাকে।

‘পান্তা বুড়ির কথা 'গল্পে বুড়ির পান্তা চুরি করতে এসে চোর কিভাবে শাস্তি পেয়েছিল তার মজাদার কাহিনী এখানে স্থান পেয়েছে। শেষে ধরা পড়ে চুরির অপরাধে তার শাস্তি হয়। দীন-দরিদ্র মানুষের মুখের গ্রাস চুরি করা অপরাধ। চোর অনেক ক্ষেত্রে অভাবে আর অনেক ক্ষেত্রে স্বভাবে চুরি করে। যে জন্যই হোক অপরের দ্রব্য না বলে হস্তগত করা অপরাধ। তাই অপরাধ করলে সাজা পেতে হয়। এই শিক্ষাই এখানে দেওয়া হয়েছে।

শিশুর মনে শুধু আনন্দ দেওয়াই নয়, ছোট ছোট ঘটনার দ্বারা তাদের চরিত্র গঠনের দিকটি বিভিন্ন গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন। ক্ষুদ্র ,দুর্বল প্রাণীর জয় ,শিশু মনের উৎসাহ, সাহস ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে গল্পগুলি। কল্পনার ডানায় ভর করে শিশু কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে ,তাই কল্পিত অসম্ভব ঘটনাও তাদের নিকট একান্ত সত্যি হয়ে ওঠে। ***টুনটুনির বই*** গ্রন্থটিতে শিশুমনে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, 'টুনটুনি আর রাজার কথা,' ***টুনটুনির বই***, ,রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী, রাসবিহারী বসু রোড ,কলিকাতা, ১৩১৭, পৃষ্ঠা- ৫

‘টুনটুনি আর বিড়ালের কথা', প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা -১৫

‘টুনটুনি আর নাপিতের কথা', প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা -২৩

‘নরহরি দাস', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬

‘নরহরি দাস', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭

‘বোকা কুমিরের কথা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭

‘শিয়াল পন্ডিত', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৬২

———